## School Song (1)

তুমি, নির্মল কর, মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে;
তব পুণ্য-কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।।
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানিনা কখন ডুবে যাবে কোন্ অকুল গরল পাথারে!
প্রভু, বিশ্ববিপদহন্তা, তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা;
তব শ্রীচরণ তলে নিয়ে এস মোর মত্ত-বাসনা ঘুচায়ে।।
আছ অনল-অনিলে, চিরনভোনীলে, ভূধরসলিলে , গগনে;
আছ বিটপীলতায়, জলদের গায়, শশীতারকায় তপনে।
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, বসে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া;
আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।।

www.gps.com

## School Song (2)

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর।।
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে,
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে।।
গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে
করিছে পান, করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে।।
ধরণীপর ঝরে নির্ঝর, মোহন মধু শোভা
ফুলপল্লব গীত গন্ধ-সুন্দর বরণে।।
বহে জীবন রজনী দিন চিরনূতনধারা,
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে।।
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ,
কত সান্ত্বনা করো বর্ষণ সন্তাপ হরণে।।
জগতে তব কী মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে।।

## School Song (3)

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পূণ্য করো দহন-দানে।।
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো-
নিশিদিন আলোক শিখা জ্বলুক গানে।।
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তার নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো-
ব্যাথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব-পানে।।